ক্রুশের মাধ্যমে মুক্তির পথনির্দেশ

লেখক : চার্লস্ আর সলোমন

এ টি পড়ার সময় আপনি হয়তো সমস্যা জর্জরিত রয়েছেন। মানুষের কাছ থেকে আপনি হতাশা ছাড়া আর কিছুই পান নি এবং আপনাকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর ও যেন বড় বেশী দূরে রয়েছেন। আপনার বড় হওয়ার পথে আপনার প্রয়োজনমত ভালবাসা পান নি। আপনি নিজেও নিজেকে ভালোবাসেন নি।

জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কোন ব্যক্তি যখন অপ্রতুলতা অনুভব করে তখন তার মৃদু বিষন্নতা দেখা দেওয়া থেকে আত্মহননের ইচ্ছা পর্যন্ত হতে পারে। এই কারণে আপনার সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে বা এমনভাবে জোড়া লাগা স ব নয়। যদি আপনি কবলে পড়ে থাকেন তাহলে এই বার্তা তৈরী করা হয়েছে।

ঈশ্বর আপনাকে অনেক ভালবাসেন সেজন্য তিনি তাঁর পুত্র যীশুকে এই জগতে পাঠিয়েছেন যিনি আপনার পাপের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ঈশ্বর নতুন জীবনের জন্য প্রভু যীশুকে পুনরুত্থিত করেছিলেন। তিনি প্রভু যীশুর মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা অনন্ত জীবনের জন্য প্রয়োজন সবই দিয়েছেন। আজকে যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে প্রভু যীশু আপনার পাপের ক্ষমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলে আপনি পাপের ক্ষমা পাবেন। ঈশ্বর আপনার জীবনে পরিবর্তন আনবেন এবং নতুনভাবে বাঁচার জন্য আপনাকে খ্রীষ্টের জীবন দেবেন।

আপনি হয়তো পরিবর্তনের জন্য প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এখনও আপনি একজন পরাজিত বিশ্বাসী। সেরকম হলে এই পুস্তিকাটি পড়ে বুঝে আপনিও নতুনভাবে বাঁচার জন্য খ্রীষ্টের জীবন পেতে পারেন।

একটি বাইবেল সঙ্গে নিয়ে এই পুস্তিকাটি পড়ুন এবং প্রার্থনা করুন যাতে ঈশ্বর এই সত্যটি আপনার কাছে তুলে ধরেন।

অপনার ধারণা

চক্র রেখাচিত্রটিতে মানুষকে তিন অংশে বিশিষ্ট জীব হিসাবে দেখানো হয়েছে যারা জীবন, আত্মা ও দেহ রয়েছে। (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩) দেহের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমরা পারিপার্শ্বিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি। আত্মা বা ব্যক্তিত্ব হল মনের কার্য্যসমূহ, ইচ্ছা ও আবেগের দ্বারা গঠিত। আত্মা আমাদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক গড়ে তোলে। আত্মা আমাদের সামর্থ্য, সীমাবদ্ধতা ও অবস্থার পারে নিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করে আমাদের নবজন্ম ও নবশক্তি প্রদান করে।

আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে হয় আদমের -শয়তানে পরিবারের (রেখাচিত্র দেখুন) - অথবা খ্রীষ্ট বা ঈশ্বরের পরিবারের। আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি আদমের বংশধর হিসেবে ও তার স্বভাব গ্রহণ করে। তার অর্থ আমাদের আত্মা ঈশ্বরের কাছে মৃত ও শয়তানের কাছে জীবিত। আমরা খারাপ পরিবারে

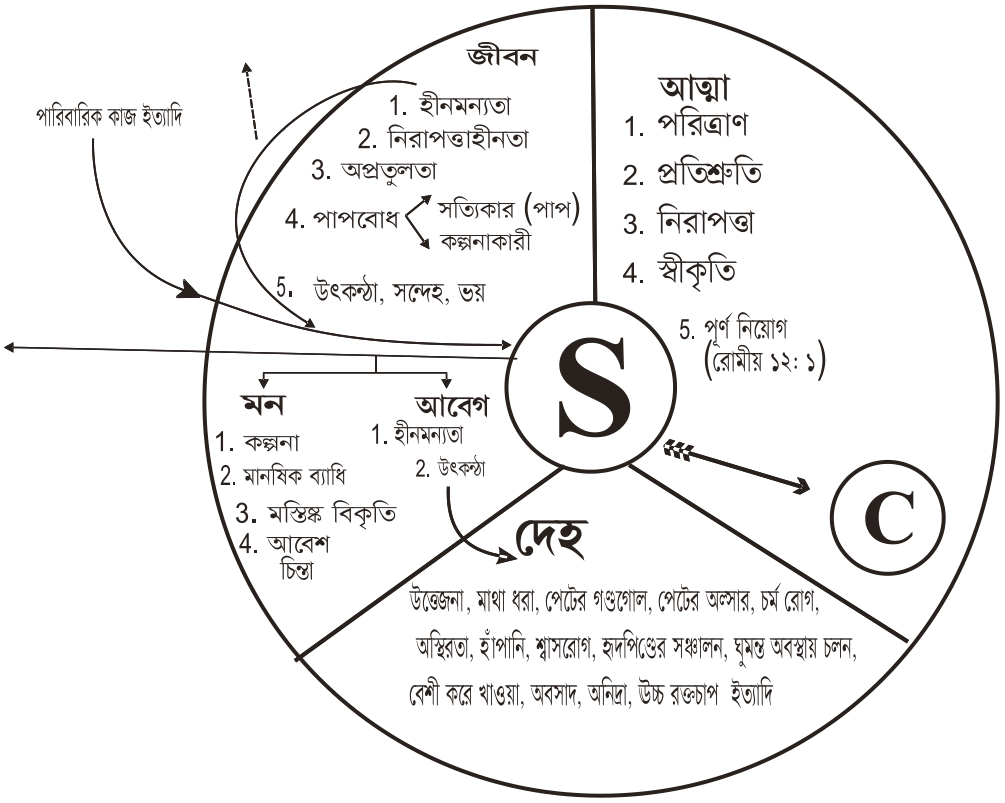
জীবন
1. হীনমন্যতা
2. নিরাপত্তাহীনতা
3. অপ্রতুলতা
4. পাপবোধ
সত্যিকার (পাপ)
কল্পনাকারী
5. উৎকন্ঠা, সন্দেহ, ভয়
পারিবারিক কাজ ইত্যাদি
আত্মা
1. পরিত্রাণ
2. প্রতিশ্রুতি
3. নিরাপত্তা
4. স্বীকৃতি
5. পূর্ণ নিয়োগ
(রোমীয় ১২: ১)
S
মন
1. কল্পনা
2. মানষিক ব্যাধি
3. মস্তিষ্ক বিকৃতি
4. আবেশ চিন্তা
আবেগ
1. হীনমন্যতা
2. উৎকন্ঠা
C
দেহ
উত্তেজনা, মাথা ধরা, পেটের গণ্ডগোল, পেটের অল্সার, চর্ম রোগ,
অস্থিরতা, হাঁপানি, শ্বাসরোগ, হৃদপিণ্ডের সঞ্চালন, ঘুমন্ত অবস্থায় চলন,
বেশী করে খাওয়া, অবসাদ, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি

চক্রাকারের চিত্র

রয়েছি! আমাদের জীবন যখন আদি পিতা আদমের অভগ্ন শৃঙ্খলের মত তার কাছে ফিরে যায় তখন আমরা তার মধ্যে থাকি ও পাপ করি। অর্থাৎ আমরা দেহগতভাবে জন্মানোর আগেই পাপী হয়ে থাকি। এমতাবস্থায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই পাপ করি। (রোমীয় ৩:২৩) প্রতিটি জীবন নরকে যায়, যা রেখাচিত্রে দেখানো আছে। (রোমীয় ৬:২৩) মানবিকভাবে যদি আমরা খুব ভালভাবে জীবনযাপন করি তবুও আমরা ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব, যতক্ষণ না আমরা তার পরিবারে আত্মিক জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে না জন্মাচ্ছি।

আপনার প্রয়োজন

চক্র রেখাচিত্রে দেখানো **"মুক্তি"** র অর্থ হল আমাদের অবশ্যই আত্মিক জন্মলাভ করতে হবে। কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা আদমের জীবন পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টের জীবন বা অনন্ত জীবনে জন্মাতে পারি। (রেখাচিত্রতে দেখানো হয়েছে যোহন ৩:৩)। আত্মিকভাবে জন্ম লাভ করতে হলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমরা খারাপ জীবনে আছি ও আমরা জন্মগতভাবে পাপী যার অবশ্য াবী পরিণতি হিসাবে আমরা পাপ করেছি। তারপর আমাদের নিজেদের জীবনে খ্রীষ্টকে স্বীকার করতে হবে, কারণ আমাদের পাপের কারণেই তিনি মারা গেছেন।

আত্মিকভাবে জন্মলাভ করে, যারা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টিয় আত্মা নিজেদের আত্মার মধ্যে গ্রহণ করেন তারা তার সঙ্গে সম-চেতন হন। (১ করিন্থীয় ৬:১৭) যদি তাদের আসক্তি জয় করতে হয় ও ঈশ্বরীয় শান্তি অনুভব করতে হয় তাহলে তাদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি (২) পেতে হবে যার ভিত্তি হবে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাক্য, অন্যথায় তা হবে অর্থহীন।

অনেকে জানেন (মনে মনে) যে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাদের ও সত্যকার প্রতিশ্রুতির অভাব আছে কারণ তাঁরা পরিত্রাণ লাভ করেছেন বলে অনুভব করেন নি। আবেশের সংখ্যা যা ক্লেবের প্রত্যাখ্যান জনিত তার ফলে কোন ব্যক্তির অনুভূতি (বা আবেগ) সত্য ঘটনার সঙ্গে প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না যা বাইবেলে বর্ণিত আছে অথবা বাস্তব জগতে রয়েছে। যতক্ষণ না খ্রীষ্ট আমাদের জীবনের কেন্দ্র হচ্ছেন এবং তিনি আমাদের আহত আবেগ সারিয়ে তুলছেন ততক্ষণ বাস্তবে যা ঘটে তার থেকে আমাদের চিন্তায় পার্থক্য থাকে। বিশ্বাসী, পুরাতন বা নতুন জানবেন যে তিনি একটি নিরাপদ, অনন্ত আত্মিক ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জগতে প্রবেশ করছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের (যোহন ৫:২৪) মাধ্যমে এবং তখন তিনি সেই নিরাপত্তা (৩) উপভোগ করতে ও তাতে ভরসা করতে পারবেন।

যদিও অনেক বিশ্বাসী জানে যে তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু খুব কম লোকই বোঝে ও ব্যাপারটি অনুভব করে যে তারা তাঁর মধ্যে গৃহীত হয়েছে।

অনেককেই মানবিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তারা মনে করে তাদের ও ঈশ্বরের স্বীকৃতি (৪) লাভ করতে হবে, যদিও তারা ইতিমধ্যেই তাদের খ্রীষ্ট জীবনের মাধ্যমে পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করেছে। (ইফিষীয় ১:৬) সব বিশ্বাসীরা স্বীকৃত, কিন্তু অনেকেই কখনও তাদের স্বীকৃতিকে স্বীকার করে না বিশ্বাসের দ্বারা। (২ করিন্থীয় ৫:২১)

এদের মধ্যে কয়েকজন এখনও আছে যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে পূর্ণ আত্ম নিয়োগ (৫) বা আত্মা নিবেদন করেছেন । এটি এমন একটি সিদ্ধান্ত যা প্রত্যাহার করা যায় না ও যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে অনুমতি দিই যে তিনি আমাদের মধ্যে আমাদের দ্বারা ও আমাদের মাধ্যমে যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমরা আমাদের সব অধিকার ত্যাগ করেছি।

অনেক সময় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় কারণ ঈশ্বর আমাদের জীবনের ভার তার হাতে নেওয়ার অনুরোধ রক্ষা করেন। যদি তিনি নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন তবে আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং এই ব্যবস্থা আমাদের খুব কমই আনন্দ দেয়! যে ঘটনাবলী ও ব্যক্তিদের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটান তা সব সময় আত্মিক হয় না। তা অনেক সময় আমাদের জীবনে অযথা ক্লেশ নিয়ে আসে, কিন্তু এই ক্লেশ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উ শ্য সিদ্ধ করে। (১ পিতর ২:২০-২১; ফিলিপীয় ১:২৩-৩০) ক্লেশ-এর সময় বা শুদ্ধিকরণের সময়, প্রায়ই আনন্দের অনুভব হয় না, কিন্তু এই উপায়েই তিনি আমাদের কাম্য পবিত্রতা উৎপাদন করেন। (ফিলিপীয় ৩:১০; ইব্রীয় ১২:১১)

ঈশ্বরের উ শ্য হল বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের ছায়াবলম্বনে তৈরী করা। (রোমীয় ৮:২৯) এই সাদৃশ্যতে থাকে যন্ত্রণা। রোমীয় ৮:২৮ এ বর্ণিত "এই সবকিছু" যা চিরকালের জন্য কাজ করে তাদের খুব কম দৃশ্যই ভালো মনে হয়।

অুপনার আভ্যন্তরীন সংঘর্ষ

চক্র মধ্যস্থ 'ও' হল আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন যা "মাংস"। মাংস হল প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনের খ্রীষ্টীয় অনুভবের উর্দ্ধক্রম। ব্যক্তি বিশেষে, বস্তু বা শক্তির দ্বারা এর প্রয়োজন মেটাতে এটিও বিভিন্ন আকার - সদর্থক বা অসদর্থক গ্রহণ করে। যখন কোন ব্যক্তি নিজের বা মাংসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন অর্থ, জাগতিক বস্তু, সাফল্য, যশ, যৌনতা, ক্ষমতা প্রভৃতি অসংখ্য এবং এগুলিই তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কাজেই "মাংস" হলো বিশ্বাসীর নিজের জোরে খ্রীষ্টীয় জীবনযাপনের চেষ্টা।

কাজেই, "মাংস" খ্রীষ্টীয়দের পক্ষে একটি গুরুতর সমস্যা - যা পৌত্তলিকতার সমান। যখন আমরা খ্রীষ্টের কেন্দ্রীকতার বদলে অন্য কিছু এমনকি নিজেদের ও স্থাপন করে তখন যা কিছু আমাদের জীবনের সিংহাসনে স্থাপন করি তাই প্রতিমা হয়ে ওঠে। ঈশ্বর মাংসের প্রতি কঠোর হবেনই এবং তিনি কঠোর

হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনের বাস্তবের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর অসমর্থ প্রকাশিত করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বাসী তার অবস্থা সহ্য করতে না পেরে ক্ষান্ত হয় ও আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনের বদলে খ্রীষ্ট জীবনলাভে উৎসুক হয়ে ওঠে।

যতক্ষণ নিজের (মাংসের) নিয়ন্ত্রণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চক্ররেখা চিত্রের "আত্মা" (ব্যক্তিত্ব) অংশে দেখানো সংখ্যায় চলতে থাকে। তা বয়স এবং দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরো বাড়তে পারে। কখনও কখনও আত্ম নিয়ন্ত্রিত জীবন মানসিকভাবে সুব্যবস্থিত হয় ও আজীবন অবস্থাসমূহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে, তবুও কিন্তু তার ফল খুব একটা পূর্ণ নয়।

মানষিক অভাব ও পাপবোধ (সত্যকার এবং কল্পিত) একত্রিত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনে বিভিন্ন মাত্রার বিষন্নতা উৎপাদন করে। এই হতাশা দূর করা দরকার। কেউ কেউ তা অন্যের উপরে চাপান আঘাত শারীরিক বা মৌখিক করে এবং কেউ কেউ যারা বেশী ভীত প্রত্যাঘাতের ভয়ে সব রকমের অসন্তোষ হজম করে। অন্যরা ক্রোধ ও হতাশা চাপা দেয় কারণ তারা সব রকম সমস্যা ও বিরক্তির জন্য নিজেদের দায়ী করে। যখন হতাশা ও অসন্তোষ চাপা দেওয়া হয় তা যে কারণেই হোক না কেন, তার প্রভাব মন বা আবেগ অথবা উভয়ের উপরেই পড়ে। চাপা দেওয়া অসন্তোষ ও ক্রোধ কখনও কখনও বিষন্নতা বা উৎকন্ঠার জন্ম দেয়। কোন কোন লোক তাদের মনকে বাস্তবকে বিকৃত বা প্রত্যাখান করার কাজে লাগায়। এতে করে তারা সত্যকার সমস্যা বা আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনের থেকে রেহাই পেতে চায়।

যখন মানষিক সংঘর্ষ চলতেই থাকে কোন উপশম ছাড়াই, তখন সাধারণতঃ কিছু দৈহিক অসুখে পরিণত হয় (যা রেখাচিত্রে দেওয়া আছে। শারীরিক অসুখগুলি সত্যি হলেও আসলে তা হচ্ছে আর গভীরতর অসুখের লক্ষণ যা হলে আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন। তেমনই হচ্ছে, "আত্মা" ক্ষেত্রটিতে দর্শিত মানসিক সমস্যাগুলি।

আপনার মুক্তির উপায়

এই মানসিক ও শারীরিক লক্ষণগুলি লোপ পেতে থাকে যখন কেউ দেখে ঈশ্বর কেমন করে এই আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনরূপ সমস্যার মূলোচ্ছেদ করেন।

রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে "মৃত্যুর মধ্যে জীবন" এর আদর্শ ঈশ্বরের নিজস্ব পথ যা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ দূর করে।

অনুভূমিক রেখাটি অনন্ত জীবন বা খ্রীষ্টের জীবন বোঝাচ্ছে। অনন্ত মানে হল যার শেষ ও নেই, আর ও নেই। এটি সময়ের সীমা অতিক্রম করে। যেহেতু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর তিনি আগেও ছিলেন পরেও থাকবেন। তাঁর জীবন গতকাল, আজও চিরকাল একইরকম। (ইব্রীয় ১৩:৮) রেখাটির বাঁদিকে দেখানো হয়েছে, খ্রীষ্ট "মাংস হলেন" (যোহন ১:১৪) এবং মনুষ্য শরীরে

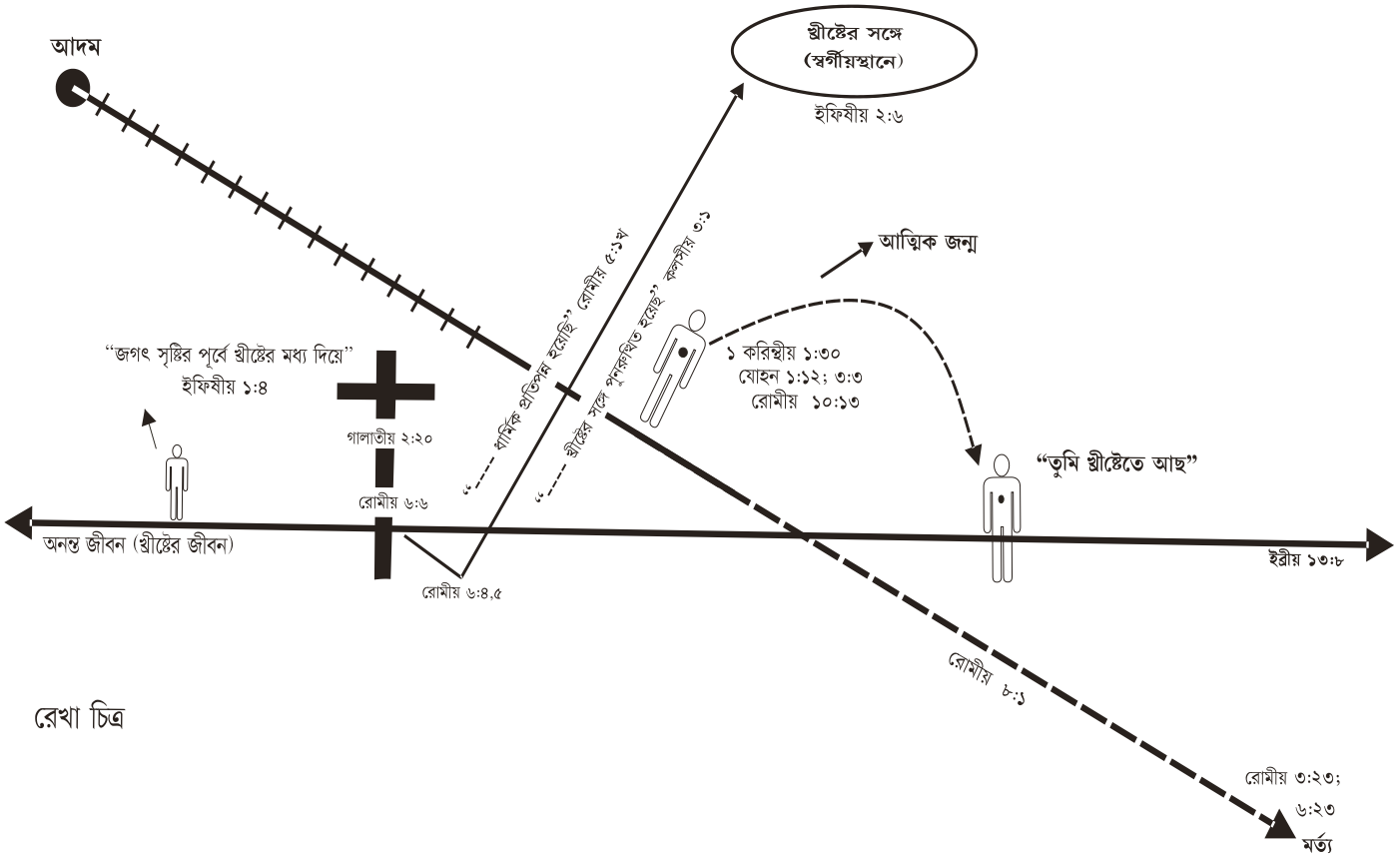

রেখা চিত্র

অনন্ত জীবন (যীশু খ্রীষ্টের জীবন)

৩৩ বছর থাকলেন। তারপর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন, সমাধিস্থ হলেন এবং মৃতদেহ থেকে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। (ইব্রীয় ৭:২৫) মনে রেখো অনন্ত জীবন বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্যই কেবল বিশ্বাসীর কাছে সত্য তা নয় এতে অনন্ত অতীত ও জড়িত আছে।

যতক্ষণ না আমরা আবার জন্মাচ্ছি (যোহন ৩:৩) আমরা খ্রীষ্টের জীবনে - অনন্ত জীবনে থাকব না। কিন্তু আমরা থাকব আদমের মৃত জীবনে। যদি আমাদের কোন পূর্বপুরুষ কোনাকুনি রেখাটিতে যাকে চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে যদি হারিয়ে যেতেন তাহলে আমরা ও হারিয়ে যেতাম। দৈহিকভাবে আমাদের জীবন আর হয়েছে আদমে। কাজেই তার যা হয়েছে আমাদের ও তাই হয়েছে। সে যখন পাপ করেছে, আমরাও করেছি। যখন তিনি মারা গেলেন (আত্মিকভাবে) আমরাও মারা গেলাম - যেমন করে আমরা আমাদের বৃদ্ধ পিতামহের মধ্যে মারা যেতাম। যদি তিনি কোন সন্তান উৎপাদন না করেই মারা যেতেন। অতএব, আত্মিক মৃত্যু মানে যখন ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছেদ তখন আমরা সকলেই জন্ম থেকেই মৃত (আত্মিকভাবে)। আমাদের পাপের ক্ষমা প্রয়োজন কিন্তু আমাদের জীবন প্রয়োজন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের এই দুটিই দেবার জন্য এসেছিলেন - আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করে ও তাঁর পুনরুত্থিত জীবন দান করে। (যোহন ১০:১০)

যদি আপনি খ্রীষ্টান হন তাহলে আপনি অবশ্য এসব জানেন, কিন্তু যা আপনি এখনও জানেন না তা হল : জাগতিক দেহগত মৃত্যু হল বিশ্বাসীর কাছে জাগতিক জীবনের এবং পাপের অস্তিত্ব থেকে স্বর্গের জীবন ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাওয়ার পথ। এরকমই জীবন থেকে খ্রীষ্টের অনন্ত জীবনের পথ। যখন কোন লোক "পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে" সে তৎক্ষনাৎ মারা যায়। সে খ্রীষ্টের জীবনে জন্মায় কিন্তু সেই সঙ্গে আদমের জীবনে মৃত্যু বরণ করে।

খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে আসেন যখন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি এবং আবার জন্মাই, আমরা তাঁর জীবনের "গ্রাহক" হই - তাঁর অনন্ত জীবনের। রোমীয় ৬:৩ বলছে যে আমরা কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম হই না (তাঁর জীবন) কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেও। আমরা একসঙ্গে দুটি বিপরীত জীবন অধিকার করতে পারি না - আদমের জীবন ও খ্রীষ্টের জীবন।

আপনার পরিচয়

যখন আমরা খ্রীষ্টকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি তখন এটা বোঝায় যে ক্রুশের উপর তার মৃত্যু হল আমাদের পাপের মূল্যস্বরূপ। এতে আরও বোঝায় যে আমরা এক নতুন জীবনে প্রবেশ করছি - যা বিস্তৃত রয়েছে চির অতীত থেকে চির ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা আমাদের আদমের অন্তবর্তী ইতিহাস - ভাল এবং মন্দ খ্রীষ্টের অনন্ত ইতিহাসের সঙ্গে

বিনিময় করছি। আমরা এক নতুন "বংশলতিকার" অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। খ্রীষ্টের জীবনের গ্রাহক হয়ে আমরা তাঁর মৃত্যু, সমাধি, পুনরুত্থান, আরোহণ ও স্বর্গীয়দের মধ্যে উপবেশন সব কিছুরই অংশীদার হচ্ছি। (রোমীয় ৬:৩-৬; গালাতীয় ২:২০; ইফিষীয় ২:৬) কেবলমাত্র তাতেই আছে একটি জীবন এই জীবন আমরা পুনর্জন্মের সময় পাই। (১ যোহন ৫:১১-১২)

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারা অনুভব করছি যে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলাম, আমরা খ্রীষ্টের জন্য বাঁচার চেষ্টা করে যাব সেই উপায়ে যা আমরা পুরাতন আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবনে শিখেছিলাম। আদমের থেকে আসা ইতিহাসের থেকে যে সংঘর্ষ রয়েছে তা আমাদের কষ্ট দিয়ে যেতে ও পরাজিত করতে থাকবে। কিন্তু যখন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ক্রুশে আমাদের সঠিক অবস্থান পাব এবং খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সঙ্গে মিলিত হব। তখন এবং তখনই আমরা সত্যি সত্যি "জীবনের নবীনতায় পদচারণা করব" (রোমীয় ৬:৪খ) যেখানে "পুরাতন গত হয়েছে, দেখ! সব জিনিসই নতুন হয়ে গেছে।" (২ করিন্থীয় ৫:১৭)

ক্রুশের অভিজ্ঞতা (অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ও খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান উপলব্ধি করা) হল আত্মা নিয়ন্ত্রিত জীবনের দ্বার। (গালাতীয় ৫:১৬) এ হচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে জীবন, পরাজয়ের মধ্যে জয় - বিশ্বাসীর জীবনের যাতনার উ শ্য এবং উত্তর। ক্রুশের দিকে আমাদের পথ এবং ক্রুশ হচ্ছে যাতনার পথ, কিন্তু একমাত্র এই পথেই রয়েছে যাতনার শেষ।

আপনি কি আপনার আভ্যন্তরীন সংঘর্ষে ও ক্রমাগত পরাজয়ে এতটা উদ্বিগ্ন যে তা বিশ্বাসের দ্বারা দূর করতে চান? আপনি কি, আপনি কি যা কিছু তার কাছে মরে তিনি যা তার কাছে বাঁচতে চান? তাহলে আত্ম নিয়ন্ত্রিত জীবনের বদলে খ্রীষ্ট জীবন গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার দ্বারা পূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত হন। তা না করলে আপনি মাংসের পিছনে ছুটতে থাকবেন ও সংঘর্ষ, যাতনা ও পরাজয়ের দ্বারা আত্মাকে দুঃখী করবেন।

মুক্তির প্রার্থনা

যদি আপনি আপনার নিজের মতানুযায়ী কাজের ফলস্বরূপ ক্লান্ত হন তবে খ্রীষ্ট আপনাকে মুক্তি দেবেন যদি আপনি আন্তরিকভাবে নিজেকে তাঁর প্রতি নিয়োগ করেন যেন তিনি তাঁর পথ ধরেন। যদি আপনি খ্রীষ্টকে কখনও আপনার ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা হিসাবে স্বীকার না করে থাকেন, আপনার প্রথম প্রয়োজন হল ঈশ্বর আপনাকে আত্মিক পুনর্জন্ম দিয়ে আপনাকে নতুন করে গড়তে দেবেন। আপনি আবার জন্মাতে পারেন যদি আপনি সৎভাবে এই প্রার্থনা করেন।

"স্বর্গীয় পিতা, আমি দেখেছি আমি একজন পাপী, এখনও আদমের জীবনে স্থিত এবং আমি পাপ করেছি। আমি বিশ্বাস করি আপনি আপনার একমাত্র পুত্র

প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন আমার পাপের জন্য আমার বদলে মৃত্যু বরণ করতে। আমি আরও বিশ্বাস করি যে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং বেঁচে আছেন, এবং এই মুহূর্তে আমি তাকে আমার আত্মিক মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করছি। আমি যা, আমার যা আছে এবং আমার যা হবে সব আপনাকে সমর্পণ করছি। আমি আমার স্বার্থপরতা ও পাপের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি খ্রীষ্টের মধ্যে নতুন জীবনযাপন করার জন্য। আমাকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ। আমেন!''

পরিচয়জ্ঞাপক প্রার্থনা

যদি আপনি ''মুক্তির প্রার্থনা'' করে থাকেন তবে আপনি নতুনভাবে জন্মেছেন কারণ ঈশ্বর বলেছেন তিনি তাদেরকে তাঁর সন্তান হওয়ার গৌরব দান করেন যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে। (যোহন ১:১২) যদি আপনি এইমাত্র আগে মুক্তির প্রার্থনা করে থাকেন, তবে ''পরিচয়জ্ঞাপক প্রার্থনা''করলে খ্রীষ্টের জীবনের বিজয় ও শান্তি অনুভব করতে সুবিধা হবে। এই প্রার্থনার পূর্ণ ফল লাভ করতে হলে আপনাকে নিজের নিয়ন্ত্রিত জীবনে বিরক্ত হতে হবে ও পবিত্র আত্মার অনুগত হয়ে নিজ সামর্থ্যে খ্রীষ্টিয় জীবনযাপনের চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি তোমার এরকম অবস্থা হয় তবে এইভাবে প্রার্থনা কর:

''পিতা, আমার পাপসকল ক্ষমা করার জন্য ও আদমের জীবন থেকে বাইরে নিয়ে আসার জন্য খ্রীষ্টের জীবনে স্থাপন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন যখন আমি খ্রীষ্টে স্থিত, আমি বিশ্বাস করি আমি তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলাম এবং আপনার ডান পাশে তার সঙ্গে উপবেশন করেছিলাম। এই মুহূর্ত থেকে, আমি আপনার পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে লাভ করতে চাই, আমার মধ্যে ও তাঁর মাধ্যমে জীবনযাপন করতে চাই। আমি আমাকে পাপের কাছে মৃত ও আপনার কাছে জীবিত মনে করছি এবং আমি পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করছি যেন আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুর কথা ভুলে গেলে আমাকে সচেতন করে দেন এবং চেষ্টা করব তাঁর জীবন তাঁর জন্য জীবনযাপন করতে আমার মানবীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে। আমি আমার সমগ্র সত্ত্বা আপনাকে নিবেদন করছি যাতে তুমি আমাকে ন্যায় নিষ্ঠার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার কর ও কোন অংশ যেন পাপকাজে ব্যবহৃত না হয়। খ্রীষ্টকে আমার জীবনে সত্য আনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে আমার দ্বারা গৌরবান্বিত হোক্। যীশুর নামে আমি প্রার্থনা করি। আমেন।''